দৈনিক ইনকিলাব 24 MAY 1989

24 MAY 1989

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকাঃ বুধবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে

বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, দেশে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট হুমকির সৃষ্টি হতে পারে।

গত সোমবার জাতীয় সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পেশকৃত উক্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, গত '৮২ সালে একটি শূন্য পদের জন্য উচ্চ শিক্ষিত আবেদনকারীর সংখ্যা যেখানে ছিল ২০ জন সেখানে '৮৮ সালে একটি শূন্য পদের জন্য প্রার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১শ' ২৬ জন। প্রতি বছরই চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় পদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে কমে গেছে। যা বাস্তবিকই জাতির জন্য উদ্বেগজনক। অপরদিকে, ক্যাডার বহির্ভূত পদসহ ধরলে দেখা যায়, আবেদনকারীর সংখ্যা তীব্র হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে বেকারত্ব বৃদ্ধিতে উক্ত প্রতিবেদনে আশংকা প্রকাশ করা হলেও ক্যাডার সার্ভিসের প্রতি মহিলা প্রার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধিকে জাতির জন্য শুভ লক্ষণ বলে অভিহিত করা হয়। এ সম্পর্কে উল্লেখিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, '৮২ সালের বিসিএস পরীক্ষার জন্য শতকরা ৭ জন মহিলা প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। চার বছর পর অর্থাৎ '৮৬ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ১১ জন। গত বছর বিসিএস পরীক্ষায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা শতকরা ১৫ জনে উন্নীত হয়। উক্ত বছর সর্বমোট ৩৭ হাজার ৩শ' ৪৮ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৫শ' ৪৯ জন।

কর্ম কমিশনের প্রতিবেদনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। পেশাজীবী হিসাবে কৃষিবিদদের মধ্যে নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্যাডারের চাকরি অন্বেষণের প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রশাসন, পুলিশ, হিসাব ও নিরীক্ষাসহ অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় কৃষি ক্যাডারে সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা কম বলে প্রার্থীরা জানিয়েছে। জাতীয় কল্যাণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে কর্ম কমিশন কৃষিবিদদের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করেছে।

কর্ম কমিশনের প্রতিবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানা গেলেও এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে যতোটুকু জানা গেছে, তাতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রতিবেদনে দেশে বেকারত্বের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে শিক্ষিত বেকারের চেয়ে অশিক্ষিত বেকারের হার আরো ভয়াবহ। বিশেষ করে, কৃষি কাজের সাথে সরাসরি জড়িত অশিক্ষিত কৃষি শ্রমিকরাই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। বিগত প্রলয়ংকরী বন্যা ও সাম্প্রতিক প্রচণ্ড খরায় কৃষিখাতে চরম বিপর্যয় দেখা দেয় এবং সাথে সাথে কৃষি শ্রমিকরাও ব্যাপকহারে কর্মহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া কৃষিখাত উপেক্ষিত হওয়ায় প্রতিবছর দেশের আবাদযোগ্য সকল জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিক থেকে সুযোগের অভাবে কৃষিজীবীরাও বেকারত্ব বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য কর্ম কমিশনের প্রতিবেদনে শুধু কৃষিবিদদের সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এবং তা নিরসনের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। এ থেকে অন্ততঃ এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কৃষি ক্যাডারে সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা কম থাকায় কৃষিবিদরা নিজস্ব ক্ষেত্র ত্যাগ করে অন্য ক্যাডারে চলে যেতে চাচ্ছেন। ফলে, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের পেশাভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে কৃষিখাত উপেক্ষিত হওয়ায় দেশে কৃষিজীবীরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এটা জাতির জন্য বাস্তবিকই উদ্বেগজনক। সুতরাং কৃষিখাতের প্রতি অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হলে অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও অনেকটা হ্রাস পাবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক সরাসরি কৃষির সাথে জড়িত এবং এদের অধিকাংশই অশিক্ষিত। অপরপক্ষে, কৃষিবিদরা কৃষির সাথে জড়িত থাকলেও সুযোগ-সুবিধার অভাবে ভিন্ন ক্যাডারে চলে যেতে পারেন। কিন্তু অশিক্ষিত কৃষিজীবীরা কর্মহীন হলেও অন্য কোথাও যেতে পারে না। সুতরাং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়েরই কর্মসংস্থানের সুযোগ এনে দেবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বাস্তবতা অনুধাবন করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন— এটাই দেশবাসী কামনা করে।